দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 FEB 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

অধিকাংশ জনগণকে অক্ষরজ্ঞানহীন রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়

আবু আহমেদ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু এ অধিকার সে কার থেকে নেবে, নিশ্চয়ই সমাজ থেকে। সমাজ বলতে কি বোঝায়? কতগুলো লোক কিছু নিয়মনীতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একত্রে বাস বোঝায়। সমাজ গঠনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে এসেছে রাষ্ট্র ও সরকার। সরকার না থাকলেও সমাজ থাকতে পারে, তবে বিশৃংখল হতো। বিশৃংখলা থেকে একদিন ঐ সমাজ ভেঙ্গে পড়তো। তাই আধুনিক যুগে প্রত্যেক সমাজেরই সরকার রয়েছে, অন্য কথায় প্রত্যেক সমাজই কোন না কোন রকমের সরকারের অধীনে আছে। শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে আদায় করতে হলে সরকার থেকেই করতে হবে।

শিক্ষা অধিকার তো বটেই, তবে শিক্ষা গ্রহণ কর্তব্যও বটে। যে শিক্ষিত হতে চায় না তাকে শিক্ষিত বানানো যাবে না, অন্তত মুক্তসমাজে যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে মুক্তসমাজে ব্যক্তি তার প্রয়োজনে শিক্ষিত হতে বাধ্য। নিজের প্রয়োজনে শিক্ষিত হবার কথা থাকলেও অনেকে হয় না, না হবার কারণ হলো শিক্ষার জন্য অর্থের অভাব পড়ে। যে ক্ষেত্রে অভাবের দরুন শিক্ষা অর্জন করা যায় না সে ক্ষেত্রে যারা শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না তাদেরকে শিক্ষিত বানানোর সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষা এবং শিক্ষিত বলতে কি বুঝি? এগুলো বিতর্কসাপেক্ষ, তবুও বলা যায় যারা যে কোন ভাষায় পড়তে এবং লিখতে পারে তারা শিক্ষিত। শুধু পড়তে এবং লিখতে পারাকে অক্ষরজ্ঞান–সম্পন্ন শিক্ষা বলা হয়, এরপর জ্ঞান–বিজ্ঞান জানলে, কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা করতে পারলে আমরা বলি বড় শিক্ষিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, ভৌত বিজ্ঞানকে আমরা আসল বিজ্ঞান বলি যেগুলোর মধ্যে রয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবিক বিদ্যা বা কলাও বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞানের পরিধি থেকে কিছুই বাদ নেই। একটা লোক শিক্ষিত এ অর্থে যে সে বিজ্ঞান যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে সেভাবে সিসটেমেটিক চিন্তা করতে জানে, শিক্ষিত লোক জ্ঞানকে সুশৃংখলভাবে অন্বেষণ করে। জ্ঞান আহরণের ওপরের স্তরে পৌছলে আমরা বলি পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ। কোন সমাজের সব লোককে বিশেষজ্ঞ স্তরে পৌছানো সম্ভব নয়, তবে চলমান জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য শিক্ষা সবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমাজের অধিকাংশ জনগণ যদি চলমান জীবনের সঙ্গে চলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেও সমাজ অগ্রগতিতে কোন অবদান রাখতে পারে না।

চলমান গতি কিন্তু কোন সমাজ এককভাবে সৃষ্টি করছে না, বিশ্বের শত শত মানবগোষ্ঠী একত্র মিলে জীবনের গতি ঠিক করছে, যে গতি বিশ্বসমাজ সৃষ্টি করে দিচ্ছে, তার থেকে যদি কেউ পিছিয়ে পড়ে তাহলে আমরা বলি ঐ সমাজ অনুন্নত। অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ সমাজে দারিদ্র্য যেমন বাড়ে, তেমনি হানাহানি এবং কূপমণ্ডূকতাও বাড়ে। জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা অনুপস্থিত থাকায় অধিকাংশ লোক তুচ্ছ বিষয়ে মাতামাতি করতে থাকে। ভাষা বিদ্যার বা বিজ্ঞানের বাহন, এর বেশি কিছু নয়। ভাষা শিক্ষা করা হয় জ্ঞান অর্জনের জন্য। কোন ভাষা জ্ঞান অন্বেষণকে বেশি সহায়তা করতে পারে সে অনুযায়ী লোক ভাষা শিখে। আবার ভাষার কদর বাড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক আবি–ষ্কারের দ্বারা। বিজ্ঞান এবং সমাজ যতই এগিয়ে যাবে ভাষাও তত সমৃদ্ধ হবে। ভাষা যেহেতু জ্ঞান–বিজ্ঞানের বাহন সে জন্য ভাষাকে যাতে সহজ করে কেউ চাইলে রপ্ত করতে পারে সেটা দেখবেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। আমাদের ভাষার আরো কদর এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কি কি করা যেতে পারে সেটা আশা করি ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখবেন।

যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হলো অশিক্ষিত লোক যেহেতু বিজ্ঞান বুঝেন না, কিংবা বিজ্ঞানকে সামনে রেখে এগুতে পারেন না সেজন্য সে সমাজেও কম অনুদান রাখে। অশিক্ষিত লোক ভোগ করে বেশি, দেয় কম। উৎপাদনে যেটুকু অবদান রাখে তার গড় পরিমাণ কম থাকে। অশিক্ষিত লোক নতুন কৌশলকে বুঝতে এবং চালনা করতে পারে না বলে ঐগুলোকে এড়িয়ে যায়। অথচ অর্থনীতিতে মানুষ এবং মেশিন পারস্পরিকভাবে একে অপরের স্থলে ব্যবহারযোগ্য। লোক শিক্ষিত না হলে মেশিন থেকেও ভালো উৎপাদন পাওয়া যায় না। মানব–শ্রম এবং মেশিন একত্র মিলেই দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে। একটি উপাদান পিছিয়ে থাকলে অন্য উপাদান ভালোভাবে কাজ করবে না, সেজন্যই দেখা যায়, যে সমাজে মূর্খ লোক বেশি সে সমাজের উৎপাদন কৌশলও সেকেলে। সেকেলে উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে বাজারে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে কারণ তাতে গড় ব্যয় বেশি পড়ে। আজকের অর্থনীতিগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতিগুলোতে গড় ব্যয়ই মূল্য নির্ধারণে মুখ্য নিয়ামক। পুরনো কৌশল এবং মূলধন ব্যবহার থেকে গড় ব্যয় বেশি হলে ঐ সমাজ অন্যদের কাছে প্রতিযোগিতায় মার খায় এবং আয় স্তর যে অবস্থানে থাকার কথা সেখানে থাকে না। তাই দেশে দেশে একশ্রেণীর দক্ষ কারিগর গড়ার জন্য জাতিসমূহ এক ধরনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এইতো গেলো এক দিক, অন্যদিকে অশিক্ষিত লোক সত্য–অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাদের বিশ্বাস–আচরণ এক ধরনের গতানুগতি–কতা থেকে উত্থিত। বিশ্বাস যাই হোক না কেন, এটা গভীর চিন্তা এবং অনুভূতি থেকে উত্থিত হওয়া উচিত, তাহলে বিশ্বাস নড়ে না এবং বিশ্বাসে থেকে ভালো কাজও করা যায়। এমনকি গতানুগতিকতার ভিত্তিতে পাওয়া বিশ্বাসও আরো গভীর হয় যদি শিক্ষার আলোকে তাকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই বলা হয় মূর্খ লোকের পক্ষে নিজকে বোঝা, সৃষ্টিকর্তাকে বোঝা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। অশিক্ষিত মূর্খ লোক সমাজের শৃংখলা নষ্ট করে, এবং সমাজটাকে অন্যের জন্য বোঝায় রূপান্তরিত করে। তাই সমাজেরও উচিত অশিক্ষিত, মূর্খ হয়ে কেউ যেন না থাকে, পড়তে এবং বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়া একটা সামাজিক কর্তব্যও বটে। সমাজে কিছু লোক শিক্ষিত হলে, কিংবা পণ্ডিত পর্যায়ে পৌছলেও সমাজের অগ্রগতি হবে না যদি না সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হয়। অশিক্ষিত সমাজে পণ্ডিতদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে হবে, এতে তাদের জীবন হয়তো ভালোভাবে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাদের পরিশ্রমের কোন সার্থকতা ঐ সমাজে পাওয়া যাবে না।

কোন্ শিক্ষা কোন্ ব্যক্তি শিখবে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্র শিক্ষার সুযোগগুলো অবারিত করে দিতে পারে, তারপর পছন্দের ব্যাপারটি ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কোন্ শিক্ষা নেবে সেটা বলে দেবার কেউ নয় এবং এটা ব্যক্তিস্বাধীনতা–নির্ভর সমাজে সম্ভবও নয়। অর্থনীতি কিন্তু এ ব্যাপারে দারুণ উৎকৃষ্ট সূত্রই দিয়ে দিয়েছে। এ শাস্ত্রের মতে কোন কিছুই চাহিদা সরবরাহের বাইরে নয়, সবকিছুই এ দুই শাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোন বিদ্যা বা শিক্ষার জন্য চাহিদা থাকলে সেটা ব্যক্তি শিখে নিবে, আর না থাকলে ঐটা শেখার কথা নয়। আবার কোন নির্দিষ্ট বিদ্যা বা শিক্ষা সমাজে অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ঐটার মূল্যও কমে যাবে। লোক তখন ঐ শিক্ষা ফেলে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করবে। অর্থনীতিতে শিক্ষা সেবাকে বিক্রয় করার বিধান আছে। শিক্ষাকে বেচে অর্থ উপার্জন করার সুযোগও রয়েছে। বস্তুত শিক্ষকেরা যে শিক্ষাদানের বিপরীতে বেতন–ভাতা নিচ্ছে সেটা শিক্ষাকে সেবামূলক দ্রব্য ধরে বিক্রয়ই করা হচ্ছে। শিক্ষিত লোকেরা তাদের শিক্ষাকে বিক্রয় করে বেশি কামাই করে, আর অশিক্ষিত লোকেরা তা পারে না। চাহিদা সরবরাহ অনরবত পরিবর্তন হচ্ছে বলেই শিক্ষার ধরনও পরিবর্তন হচ্ছে। একই পর্যায়ের ডিগ্রী কিন্তু একই বাজার দর পাচ্ছে না বাজারে। বাজারদর আসে কাম্যতা থেকে। কোন সেবা বা দ্রব্যের অধিক কাম্যতা থাকলে তার বাজারদরও অধিক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এক সময় প্রকৌশল ডিগ্রীর দারুণ চাহিদা ছিল, তারপর এলো শীর্ষস্থানে ব্যবসা প্রশাসন ডিগ্রীর এবং পরে এসেছে কম্পিউটার ডিগ্রীর। কোন্ ভাষায় একজন শিক্ষা নেবে তাও চাহিদা সরবরাহের আলোকে ফয়সালা করা যেতে পারে। বাজারে সে ভাষার ডিগ্রী বা শিক্ষা বেচা যাবে যে ভাষার মাধ্যমে একজন বিদ্যা শিক্ষা করবে এটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞান এবং বিদ্যার্জন যে ভাষার মাধ্যমে সহজ অথবা সম্ভব সে ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এসে যাবে, এতে ভিন্ন চিন্তা করার অবকাশ নেই। শিক্ষা মানুষ দু'কারণে নেয়। এক, নিজকে বুঝার জন্য, পরিবেশ থেকে জ্ঞান এবং স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। দুই, শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে বেশি রোজগার করার জন্য। পরের উদ্দেশ্যটি যখন আসবে তখন শিক্ষার বাহন বাজার শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে, কেউ এ শক্তিকে অস্বীকার করতে চাইলে শিক্ষার চোরাপথ বাড়বে, অর্থাৎ লোকজন বাজারে চাহিদা আছে এমন বাহনটি বিদ্যার্জনের জন্য ব্যবহার করতে থাকবে। আমাদের দেশে যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা চলছে এটাও এক ধরনের এ প্রক্রিয়ারই অভিব্যক্তি।

বাংলাদেশে শিক্ষিত লোক কম, তার কারণ অনেকে এ সুযোগটা গ্রহণ করতে পারছে না। বাজারে তাদেরকে ফেলে দিলে তারা অশিক্ষিতই থেকে যাবে। এখানেই রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাকে ওপরের স্তরে চাহিদা সরবরাহের আলোকে দেখা হয়, কিন্তু নিচুস্তরে শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। নিম্নস্তরে শিক্ষা অন্তত যাতে সবাই নিতে পারে তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে। এটা দু'ভাবে করা যেতে পারে। এক, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যক্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সরকারকেও প্রচুর বিদ্যালয় এবং উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে যারা ব্যক্তি উদ্যোগের সুযোগ নিতে পারছে না তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব নিতে হবে। এতে যদি জনগণকে বর্ধিত কর দিতে হয় তাহলেও ভালো। অন্তত প্রাইমারী শিক্ষা এমন একটি খাত যেখানে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি সমর্থন করা যায়। বিশ্বের অপরাপর বাজার অর্থনীতিতেও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ভর্তুকি–প্রাপ্ত। প্রাইমারী শিক্ষা সবাইকে দিতে পারলে অন্তত অশিক্ষার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পেতো। সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ে সবাইকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার প্রোগ্রাম প্রাধান্য পাবে এটা আমরা কামনা করতে পারি। যে হারে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে তা আমাদেরকে অচিরেই বিপদে ফেলবে। অন্তত এ বিপদকেও সামান্য কমানোর জন্য আমাদের জনগণকে অক্ষরজ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।